“যে ব্যক্তি তার ভাইকে ‘হে কাফির’ বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের একজন সেরূপ” হাদিসের ব্যাখ্যা

শায়খ তুর্কি আল বিনালী

“যে ব্যক্তি তার ভাইকে ‘হে কাফির’ বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের একজন সেরূপ”

হাদিসের ব্যাখ্যা

শায়খ তুর্কি আল-বিনালী

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:

بسم الله الرحمن الرحيم

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের একজন সেরূপ" — এই হাদীসের অর্থ কী? এবং "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফির বলে, সে নিজে কাফির হয়ে যায়" — এমন কোন হাদীস আছে কি? আপনি অনেকের মুখে শুনতে পাবেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফির বলে, সে নিজে কাফির হয়ে যায়"। এটি সুনান, মাসানিদ, সহীহ, জাওয়ামি', মুসান্নাফাত কিংবা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি এটি খুঁজে পাবে না, সম্ভবত সে ইসনা আশারিয়্যা (শিয়া)দের কিতাবে এটি পেতে পারে। কিন্তু আমাদের কিতাবসমূহে এই বর্ণনাটি উপস্থিত নেই — "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের উপর তাকফির করে, সে নিজে কাফির হয়ে যায়"।

হাদীসটিতে যা বর্ণিত আছে তা হলো: "যে ব্যক্তি তার ভাইকে বলে 'হে কাফির', তাহলে নিশ্চয় তাদের একজন সেরূপ" — এর অর্থ কী? এর অর্থ কি এই যে কুফর তার নিজের উপর ফিরে এসেছে?

আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ঐসব পাপসমূহের জন্য তাকফির করি না, যেগুলো কুফর নয়। আমরা সাধারণ পাপ বা কবীরা গুনাহের উপরও তাকফির করি না। আর কবীরা গুনাহের মধ্যে একটি হলো—প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলিমের উপর তাকফির করা। তাহলে আমরা কি সেই ব্যক্তির উপর তাকফির করব, যে কোনো মুসলিমের উপর তাকফির করেছে? অথবা এই হাদিস সম্পর্কে আমরা কী বলব?

এই হাদিস সম্পর্কে আমরা যা বলব, তা হলো সালাফের ইমামগণ ও হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ যা বলেছেন। ইমাম আবু যাকারিয়া আন-নববী ﷲ رحمه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচ্য:

প্রথমত: যে ব্যক্তি তাকফিরকে হালাল মনে করে (অর্থাৎ ইস্তিহলাল করে), তার উপর এই হাদিস প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত: এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, এটি কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে—আল্লহﷻর আশ্রয় চাই। কারণ সালাফগণ বলতেন, "গুনাহগুলো তোমাকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়।" হতে পারে, যে ব্যক্তি সহজে তাকফির করে ও তা ছড়িয়ে দেয়, পরবর্তীতে এই

বিষয়টি তাকে কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে—আল্লাহﷻর আশ্রয় চাই। আরও একটি দিক হলো, এই হাদিসের অর্থ হলো—তা প্রথম ব্যক্তির উপর ফিরে আসে তুচ্ছতা ও পাপ হিসেবে, কুফর হিসেবে নয়। অর্থাৎ তার মুসলিম ভাই সম্পর্কে তার অবহেলা ও ত্রুটিই তার উপর ফিরে আসে।

তৃতীয়ত: এই হাদিসের আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, যেমন ইমাম নববী رحمه الله বলেছেন—"তাকফির তার নিজের উপর ফিরে আসে, কুফর নয়।" অর্থাৎ সে এমন একজন মুসলিমের উপর তাকফির করেছে, যার মধ্যে ইসলাম বিদ্যমান। সুতরাং এটি এমন যে সে তার মতোই একজন মুসলিমের উপর তাকফির করেছে। সে একজন মুসলিমের উপর তাকফির করেছে, অথচ সে নিজেও মুসলিম। অর্থাৎ সে তার মতোই কারো উপর তাকফির করেছে। অথবা এটি এমন যেন সে ঐ ব্যক্তির উপর তাকফির করেছে, যে নিজের উপর তাকফির করে না—

তবে আসল কাফির (কুফফার আল-আসলিয়ীন) যেমন ইয়াহুদি ও নাসারাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন,

কারণ তারাই মুসলিমদের উপর তাকফির করে থাকে।

চতুর্থত: এই হাদিসের আরেকটি ব্যাখ্যা হলো—এবং এটি শেষ দিক, যা বিতর্কিত—তিনি বলেছেন, "এটি খাওয়ারিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে, যেমন ইমাম মালিক رحمه الله তাদের ক্ষেত্রে এটি বলেছেন।" এই বক্তব্য থেকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে ইমাম মালিক رحمه الله খাওয়ারিজের উপর তাকফির করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ যে ব্যক্তি ইমাম মালিক -رحمه الله- এর ফিকহ অধ্যয়ন করেছে, সে দেখবে যে তিনি খাওয়ারিজের উপর তাকফির করেননি। বরং তিনি তাদের সাথে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার মতো ফতোয়া দিয়েছেন এবং অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে তিনি— আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিশাল সংখ্যকের মতো — খাওয়ারিজের উপর তাকফির করা থেকে বিরত ছিলেন।

তবে ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার رحمه الله এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সম্ভবত ইমাম মালিক -رحمه الله- এর উদ্দেশ্য ছিল সেই খাওয়ারিজ যারা সাহাবায়ে কেরামের বিশাল অংশের উপর তাকফির করেছিল—যাদের সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে 'তাজকিয়া' (পবিত্রতা) ও জান্নাতের সাক্ষ্য এসেছে। সুতরাং তারা সাহাবাদের প্রশংসার দলিলকে মিথ্যা বলেছে।

ইবনে হাজার رحمه الله এই মতামতের উপর মন্তব্য করে বলেন, "নিশ্চয়ই এই হাদিসের অর্থ হলো তাকফিরে তাড়াহুড়া ও বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক করা।" এটি হলো ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার -رحمه الله- এর বক্তব্য।

এবং আমরা এই হাদীসটি বুঝি উম্মাহর সালাফদের (পূর্বসূরী পুণ্যবানদের) বুঝ অনুযায়ী, যেমনটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীসের জন্য কোন উপশিরোনাম লিখেছেন? এবং আপনারা জানেন যে, ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ফিকহ তাঁর হাদীসের অধ্যায়সমূহের উপশিরোনামগুলিতে নিহিত রয়েছে। এই হাদীসের অধ্যায়ের জন্য তিনি কী বলেছেন? এই হাদীসের উপশিরোনামে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) কী বলেছেন? তিনি বলেছেন:

"অধ্যায়: যে ব্যক্তি তার ভাইকে তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) ছাড়াই 'হে কাফির' বলে ডাকে, তবে সে নিজেই যেমন বলেছে তেমন হয়ে যাবে।"

অথবা ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

"অধ্যায়: যে ব্যক্তি তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) ছাড়াই তার ভাইকে তাকফির করে, তবে সে নিজেই যেমন বলেছে তেমন হয়ে যাবে।"

সুতরাং, ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

১. তিনি প্রথমে সেই ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যাকে তাকফির করা হয়েছে (অর্থাৎ সে তার মুসলিম ভাইকে তাকফির করেছে)।

২. তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সে তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) ছাড়াই তাকে তাকফির করেছে। এবং ইমামগণ (আল্লহﷻ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উপর রহম করুন) এটাই বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) মাজমু' আল-ফাতাওয়া-এর ৩য় খণ্ডে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন:

"তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে একে অপরের গর্দান আঘাত করো না।"

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের একজন সেরূপ" হাদিসের ব্যাখ্যা

এবং তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আরেক হাদীস উল্লেখ করেন:

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে, তবে নিশ্চয়ই তাদের একজন সেরূপ হয়ে যায়।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"সুতরাং, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) সহকারে তাকফির করে অথবা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে সে কাফির হয় না।"

তার শ্রেষ্ঠ শিষ্য, দ্বিতীয় শাইখুল ইসলাম, আলিমে রব্বানী ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله যাদুল মা'আদ-এর ৩য় খণ্ডে বলেন:

"সুলহে হুদায়বিয়ার ঘটনা ও সেখানে সংঘটিত ঘটনাবলীর উপকারিতাসমূহের মধ্যে একটি হলো হাতিব ইবনে আবী বালতা'আ رضي الله عنه-এর সাথে উমর رضي الله عنه-এর ঘটনা, যখন উমর رضي الله عنه তাকে বললেন, 'হে আল্লহর রসূল! আমাকে এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিতে অনুমতি দিন'—যেমনটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আল-হাকিম رحمه الله-এর এক বর্ণনায় উমর رضي الله عنه বলেছেন, 'আমাকে এই ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দিতে অনুমতি দিন, নিশ্চয়ই সে কুফরী করেছে।'

প্রথমত, আমরা লক্ষ্য করি যে, উমর رضي الله عنه হাতিব رضي الله عنه-এর উপর তাকফির করেছিলেন, অথচ হাতিব رضي الله عنه সঠিক মতানুযায়ী কাফির হননি (তিনি শুধুমাত্র মুশরিকদেরকে জানিয়েছিলেন যে নবী ﷺ তাদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন, তিনি এটি তার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য করেছিলেন, অথচ তিনি জানতেন যে আল্লহ ﷻ তাঁর রসূল ﷺকে সাহায্য করবেন)। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, উমর رضي الله عنه-এর উপর কুফর ফিরে এসেছে? নাউযুবিল্লাহ! উমর رضي الله عنه-এর উপর কুফর ফিরে আসেনি। আমরা হাদীসগুলোকে একত্রে বিবেচনা করে বুঝতে পারি (অর্থাৎ হাদীসগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله এই হাদীসের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন:

"এর মধ্যে একটি উপকারিতা হলো—যে ব্যক্তি আল্লহ ﷻও তাঁর রসূল–ﷺএর জন্য, দ্বীনের জন্য রাগের বশে কোনো মুসলিমের উপর তাকফির করে, কিন্তু তা নিজের প্রবৃত্তি থেকে নয়, তাহলে সে কাফির হয় না; বরং সে গুনাহগারও হয় না। বরং তার নিয়ত ও কারণ অনুযায়ী সে সওয়াব পায়।"

গভীরভাবে চিন্তা করুন! বরং সে তার নিয়ত ও কারণের ভিত্তিতে সওয়াব পায়। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের উপর তাকফির করে, সে এমন কিছু করেছে যা কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে নিজে কাফির হয় না। এই তাকফিরকারী ব্যক্তি কাফির হয় না, বরং সে গুনাহগারও নয়; বরং তার নিয়ত ও কারণের জন্য সে সওয়াবের অধিকারী। যেমন আমরা আশা করি যে, আল্লহ ﷻউমর رضي الله –عنه–কে হাতিব ইবনে আবী বালতা'আ –رضي الله عنه–এর উপর তাকফির করার তার ইজতিহাদ, নিয়ত ও কারণের জন্য সওয়াব দিয়েছেন।

আল–হাফিয ইবনে হাজার رحمه الله ফাতহুল বারী–তে বলেন:

"যে ব্যক্তি ইজতিহাদভিত্তিক সিদ্ধান্তে কোনো ব্যক্তির উপর তাকফির করে, সে নিজে কাফির বা ফাসিক হয় না।"

অনুরূপভাবে, ইমাম ইবনে হাজার আল–হাইসামী رحمه الله তার আল–কাবায়ির গ্রন্থে একই রকম কথা বলেছেন। তিনি যখন মুসলিমদের উপর তাকফির করাকে কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি বলেন:

"এই বিধান, এই হুঁশিয়ারি, এই নিন্দা বা নবী –ﷺএর সেই হাদীস—'যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির!' বলে, তাহলে অবশ্যই তাদের একজন সেরূপ হবে'—তা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, যদি সে এমন ব্যক্তির উপর তাকফির করে যে তাকফিরের কারণসমূহের মধ্যে কোনো একটি কাজ করেছে।"

অতএব, এর মাধ্যমে আপনি সেই মুরজিয়া গোষ্ঠীর ভুল বুঝতে পারবেন,

যারা তাকফিরের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে,

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের একজন সেরূপ" হাদিসের ব্যাখ্যা

এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতির ভিত্তিতে কাফির, মুরতাদ ও মুশরিকদের তাকফির সম্পর্কে কথা বলার কারণে প্রত্যেককে আক্রমণ ও সতর্ক করে থাকে।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(আল্লহ ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই)।

শায়খ তুর্কি 'رحمه الله'র বক্তব্য এখানেই শেষ।

অনুবাদক:

মুনাফিকরদের নেতা ইবনে উবাইকে নিয়ে বিতর্ক করার সময় উসাইদ বিন হুযাইর رضي الله عنه সাদ বিন উবাদা رضي الله عنه–কে নাবী –ﷺএর উপস্থিতিতে বলেছিলেন, "তুমি একজন মুনাফিক, মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করছো।" নাবী ﷺউসাইদ –رضي الله عنه–কে বলেননি যে, মুনাফিকের হুকুম তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা, উসাইদ رضي الله عنهনিজ ইজতিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলেছিলেন।

এমনিভাবে একটি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে আব্দুল্লাহ বিন মাযউন –رضي الله عنه–সহ একদল লোক মদকে হালাল বলেছিলো। তাদের ক্ষেত্রে কতিপয় সাহাবার প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি লক্ষ্যণীয়। উমার رضي الله عنهযখন তাদের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন তারা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা দেখছি যে, তারা আল্লহ –ﷻকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আল্লহ অনুমতি দেননি দীনের ভিতরে এমন জিনিসকে বৈধ বলছে; তাই আপনি তাদেরকে হত্যা করুন। এর মানে হলো, এ সকল সাহাবী সে দলটির উপর কুফর ও ইরতিদাদের হুকুম আরোপ করেছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীতে আলী –رضي الله عنه–এর রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়, যার উপর সাহাবাদের ইজমা হয়েছিলো। সেটা হলো, তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তারা তাওবা করে তাহলে মদপানের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে আশিটি দোররা মারা হবে। আর যদি তারা তাওবা না করে, তাহলে আল্লহ 'ﷻর উপর মিথ্যারোপ করার কারণে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের একজন সেরূপ" হাদিসের ব্যাখ্যা

এখন যে সকল সাহাবী শুরুতে মদ হালাল বলে ভুল ব্যাখ্যাকারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, কুফরের হুকুম তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা, তাদের এই তাকফির ছিলো তাদের ইজতিহাদের ফল।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তি কোন মুসলিমের উপর তাকফির করে নিজের খাহেশাত কিংবা প্রবৃত্তির জন্য নয়, বরং সে তাকফির করে কিংবা কাউকে 'মুনাফিক' আখ্যায়িত করে আল্লহর সন্তুষ্টি, রাসুলুল্লাহ ও দ্বীনের (প্রতি গাইরত/ভালোবাসার) কারণে রাগান্বিত হয়ে, তবে সে (তাকফিরকারী) এ কারণে কুফরিতে পতিত হবে না, এমনকি একারণে সে গুণাহগার বলেও গণ্য হবে না। বরং সে তার উদ্দেশ্য এবং নিয়্যাতের জন্য পুরষ্কার লাভ করবে।" (যাদুল মা'আদ : ৩/৩৭২)

এসকল দলিলাদি উপস্থাপনের পর আশা করা যায় আল্লহ'ﷻর ইচ্ছায় হাক্ক স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

পরিশেষে এটা প্রতিয়মান হলো যে, ইমান ভঙ্গকারী কোনো কথা বা কাজের জন্য ব্যাক্তিকে তাকফির করা হলে উক্ত ব্যাক্তি যদি কাফির নাও হয় তবুও তাকফিরকারী ব্যাক্তি কাফির হবে না, মূলত ক্বিবলার ইহুদি মুরজিয়ারা তাদের ঘৃণ্য বিদাআতের অংশ হিসেবে তাকফিরকে বন্ধ করতেই হাদিসটার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করে থাকে।

الصلاة والسلام على رسول الله